সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি
বর্তমানে ৪৭ টি সহযোগী সংস্থার (এনজিও/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) মাধ্যমে ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইডকল তার সহযোগী সংস্থাসমূহের সিস্টেম স্থাপনের জন্য অনুদান ও সুর সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া, তাদেরকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। সহযোগী সংস্থাসমূহ একক এলাকা ও গ্রাহক নির্বাচন করে, সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করে, গ্রাহকদের সুর সহায়তা প্রদান করে এবং স্থাপন পরবর্তী সেবাও নিষ্ঠার করে।

গ্রাহকরা নগদে বা কিংবা সোলার হোম সিস্টেম কিনতে পারে।

ইডকল সহযোগী সংস্থাসমূহকে ২০১৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৩০০ কোটি টাকা সুর এবং ৪৮০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। ইডকল প্রদত্ত সুরের সুদের হার বৃদ্ধির দুই-৬% এবং সুরের মেয়াদ ৬-৮ বৎসর। অন্যদিকে সহযোগী সংস্থাসমূহে ১-৩ বৎসর মেয়াদে বৃদ্ধি ১২%-১৫% সুদে মাসিক করিত্বে গ্রাহকের নিকট সোলার হোম সিস্টেম বিক্রি করে।
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫০% বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে এবং বাকি ৫০% বিদ্যুৎ সুবিধা বক্তিত। জনপ্রিয় বিদ্যুৎের বার্ষিক মাত্র ২৩৬ কিলোওয়াট / ঘণ্টা যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় নিউক্লিয়ার একটি। দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পোষাকনাদের লক্ষে এবং ২০২০ সালে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার সরকারি অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়াল ২০০৩ সালে সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি গ্রহণ করে। ইন্ডিয়ালের এই কর্মসূচি বিশেষ অনুরূপ কর্মসূচির মধ্যে বৃহত্তম। ইন্ডিয়ালের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি প্রামাণ্য অর্ধনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এখন গ্রামীণ জনগণ আবারও কর্মসূচি এ সিস্টেম ব্যবহার করছে।

ধৃত ব্যবসায়ি, তাতি, পরিচালনা এবং বুটির শিক্ষক তাদের কর্মসময় বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সূচক শোচ করছে। হাঁস-হাতীর অধিক রাতের সুলভ লেখা-পড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। অধিকক্ষেপ, রেডিও ও টেলিভিশন ব্যবহারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে গ্রামের জনগণের যোগাযোগ স্পষ্ট হয়েছে।

ইন্ডিয়ালের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচির অধীনে এ পর্যন্ত ২০ হাজার দুঃখ এবং প্রায় ৫০ হাজার আদর্শ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।